দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 30 JUL 2017
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

অবৈধ শাখা ক্যাম্পাসে ভর্তি হলে দায় নেবে না ইউজিসি

এম এইচ রবিন ●
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ শাখা বা আউটার ক্যাম্পাসে ভর্তি হলে শিক্ষার্থীদের দায় নেবে না বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)।

কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতির দীর্ঘদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সতর্ক করছে ইউজিসি।

এদিকে দেশে এখন পর্যন্ত কোনো বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা, ক্যাম্পাস, স্টাডি সেন্টার স্থাপন ও পরিচালনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা ইউজিসি অনুমোদন দেয়নি। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হয়ে প্রতারণার শিকার না হওয়ার জন্যও সতর্ক করেছে ইউজিসি।

লেখাপড়ার নামে ক্যাম্পাস খুলে সনদবাণিজ্য আর শিক্ষার্থীদের জীবনের মূল্যবান সময় নিয়ে প্রতারণায় মেতেছিল কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের জন্য সরকারকে আদালত পর্যন্ত যেতে হয়েছে। পরে উচ্চ আদালতের নির্দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার বা শাখা ক্যাম্পাস বন্ধের নির্দেশ দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরপরও এসব অবৈধ শাখায় ছাত্র ভর্তি অব্যাহত আছে।

এখন ভর্তি মৌসুম চিন্তা করে ইউজিসি ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের জন্য কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা তুলে ধরেছে। এতে সরাসরি কোথায় ভর্তি হওয়া যাবে, কোথায় যাবে না– এমন নির্দেশনা নেই।

এ বিষয়ে ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান আমাদের সময়কে জানান, ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা যাতে সচেতনতার সঙ্গে ভর্তি হতে পারেন– এ জন্য কমিশন সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। তিনি বলেন, অনুমোদনহীন কোনো বেসরকারি এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৬

অবৈধ শাখা ক্যাম্পাসে ভর্তি হলে দায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অননুমোদিত ক্যাম্পাসে কোনো প্রোগ্রাম বা কোর্সে ভর্তি হলে এর দায়দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয় অথবা ইউজিসি নেবে না। কাজেই শুধু সরকার এবং ইউজিসি কর্তৃক অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ক্যাম্পাস ও অনুমোদিত প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার জন্য ইউজিসির ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহপূর্বক ভর্তি হওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০-এর অধীন বর্তমানে ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন রয়েছে। এর মধ্যেও রয়েছে মামলা-মোকদ্দমাসহ বিভিন্ন সমস্যা। সমস্যার ধরন চিহ্নিত করেছে ইউজিসি। এর মধ্যে রয়েছে ইবাইস ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা-বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রামের ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, দি পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ব্রিটানিয়া ইউনিভার্সিটি, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, কুইন্স ইউনিভার্সিটি ও গণবিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হয়নি রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া; সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ঢাকা; রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়, কেরানীগঞ্জ; রূপায়ণ একেএম শামসুজ্জোহা বিশ্ববিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ ও আনোয়ার খান মডার্ন ইউনিভার্সিটিকে।

৮৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৬৭টিতে উপাচার্য, ২৬টিতে উপ-উপাচার্য এবং ৪০টি কোষাধ্যক্ষ আছে। অন্যগুলোয় উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নেই। অথচ শিক্ষার্থীদের অর্জিত ডিগ্রির সার্টিফিকেট মূল স্বাক্ষরকারী কর্তৃপক্ষ উপাচার্য।